দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

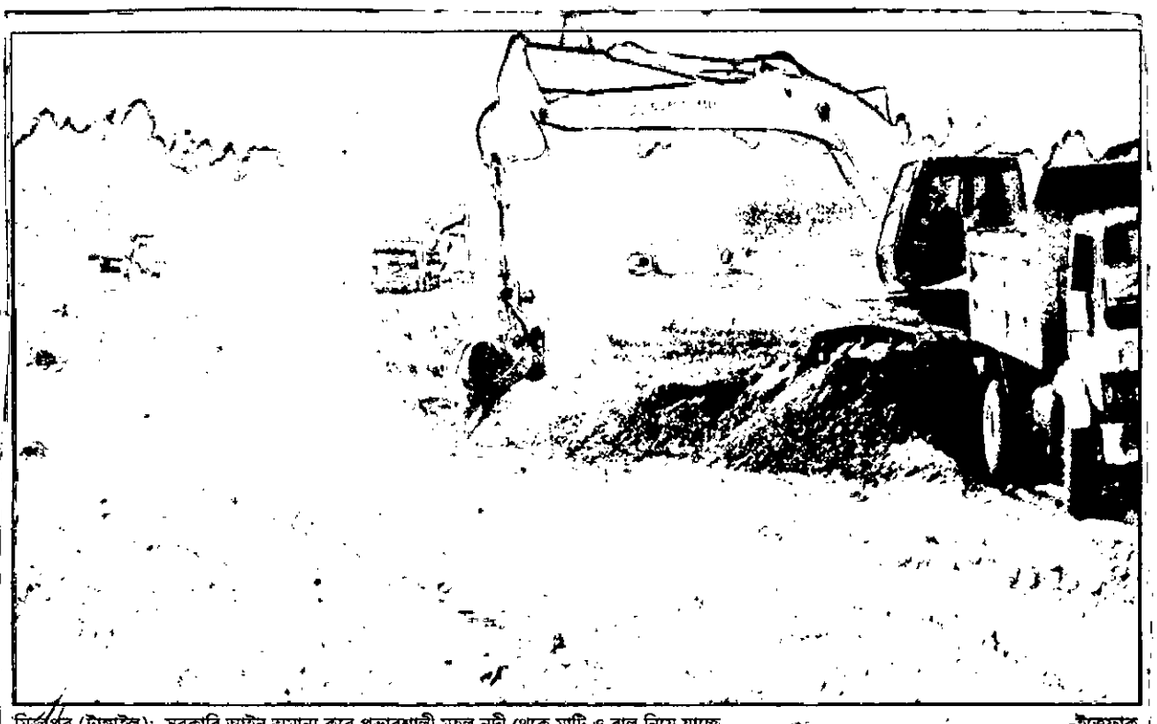

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল): সরকারি আইন অমান্য করে প্রভাবশালী মহল নদী থেকে মাটি ও বালু নিয়ে যাচ্ছে -ইত্তেফাক

মির্জাপুরে হুমকির মুখে বাঁধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফসলি জমি

মীর আনোয়ার হোসেন টুটুল, মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার উত্তরে বংশাই এবং দক্ষিণে লৌহজং নদীতে ড্রেজার বসিয়ে বালি উত্তোলন ও পাড়ে এক্সকাভেটর (খনন যন্ত্র) বসিয়ে অবাধে কোটি কোটি টাকার মাটি কেটে নিচ্ছে প্রভাবশালীরা। প্রতিদিন শত শত ট্রাক মাটি ও বালি চুরি করে বিক্রি করা হচ্ছে। এতে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয় প্রশাসন অভিযোগ স্বীকার করে বলেছে, জেলা প্রশাসকের নির্দেশে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ভূমিদস্যু ও মাটি চোরদের কাছ থেকে কয়েক মাসে প্রায় ৮ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গতকাল মঙ্গলবারও উপজেলার গুনটিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সেলিম রেজা আওয়ামী লীগ নেতা শাহফুজুর রহমান কনককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।

বংশাই ও লৌহজং নদী থেকে অবাধে মাটি ও বালি উত্তোলন

গতকাল উপজেলার বংশাই ও লৌহজং নদীর বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, একটি চক্র নদীর চর এবং তীর কেটে নিচ্ছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, এই চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে মাটি চুরির সঙ্গে জড়িত। মাটি কাটার ফলে রাস্তাঘাট, বাজার, মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হুমকির মুখে পড়েছে। কোদালিয়া গ্রামের হযরত আলী ও মীর দেওহাটা গ্রামের জসিমসহ অনেকেই অভিযোগ করেছেন, একটি চক্র ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে এবং লোকজনকে ভয়ভীতি দেখিয়ে দিনে-রাতে মাটি চুরি করে নিচ্ছে। মাটি কাটা বন্ধের জন্য অনুরোধ করা হলে উল্টো তাদের মিথ্যা মামলায় জড়ানোর হুমকি এবং সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয় বলে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন।

বংশাই নদীর ফতেপুর, হিলড়া আদাবাড়ি বাজার, চাকলেশ্বর, গোড়াইল, ত্রিমোহন, কোদালিয়া, হাটুভাঙ্গা ও আজগানা এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, প্রভাবশালীরা নদীর বুকে ড্রেজার ও তীরে এক্সকাভেটর বসিয়ে শত শত ট্রাক বালি ও মাটি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। মাটি নেয়ার ফলে এলাকার রাস্তাঘাট ভেঙে সাধারণ মানুষের চলাচল বন্ধ হতে চলেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফতেপুর এলাকায় নদী থেকে বালি উত্তোলনের ফলে ফতেপুর বাজার ও ফতেপুর উচ্চ বিদ্যালয় রক্ষার জন্য নির্মিত গাইড বাঁধ হুমকির মুখে পড়েছে। একই অবস্থা দেখা গেলো লৌহজং নদীর মাঝালিয়া বাজার সংলগ্ন ধানকি, গুনটিয়া, চুকুরিয়া, উফুলকি, বরাটি, ইচাইল, পুষ্টকামুরি, বাইমহাটি, বহুরিয়া এবং নাগরপাড়া এলাকায়। মাটি চুরির ফলে বংশাই নদী এলাকার ফতেপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বাজার, আদাবাড়ি বাজার, ত্রিমোহন বাজার ও রাস্তা, হাটুভাঙ্গা বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, হাটুভাঙ্গা ব্রিজ এবং লৌহজং নদীর গুনটিয়া ব্রিজ, গুনটিয়া বাজার ও মাঠ, মাঝালিয়া বাজার, বরাটি উচ্চ বিদ্যালয় ও বাজার, কুমুদিনী হাসপাতাল-মেডিক্যাল কলেজ, বহুরিয়া বাজার, গেরামারা উচ্চ বিদ্যালয় ও বাজার এবং নাগরপাড়া বাজার হুমকির মুখে পড়েছে বলে এলাকার লোকজন জানিয়েছেন।

অভিযোগ রয়েছে, এই চক্রটি পুলিশ ও টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসনের ভূমি অফিসের একশ্রেণির দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে যোগসাজশ করে দীর্ঘদিন ধরে মাটি চুরি করছে।

তবে ভূমি অফিসের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ভূমি অফিসের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী মাটি চোরদের সঙ্গে জড়িত নয়। মাটি চুরি বন্ধ এবং ভূমি দস্যুদের গ্রেফতারের জন্য এ পর্যন্ত ১০/১২টি মামলা করা হয়েছে। এছাড়া এ পর্যন্ত ৮ লাখ টাকা জরিমানা আদায়ও করা হয়েছে। এলাকার লোকজন অবৈধভাবে মাটি কাটা বন্ধ ও ভূমি দস্যুদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে মির্জাপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সেলিম রেজা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মাসুম আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন, অবৈধভাবে যারা মাটি কেটে নিচ্ছে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে তাদের নামে মামলা দেয়া হচ্ছে এবং জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানিয়েছেন।